গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
বেসরকারি মাধ্যমিক-৩ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
www.shed.gov.bd

নথি নং-৩৭.০০.০০০০.০৭৪.০২৯.০০১.২০২০.১০৮

তারিখ : ২০ চৈত্র, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ / ০৩ এপ্রিল, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

বিষয় : বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (স্কুল ও কলেজ) জনবলকাঠামো ও এমপিও নীতিমালা-২০২১ এর ২০ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী শিক্ষক-কর্মচারীর বেতন-ভাতার সরকারি অংশ স্থগিত, বাতিল ও ছাড়করণ সংক্রান্ত গঠিত পুনর্বিবেচনা কমিটির ১৪.০৬.২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (স্কুল ও কলেজ) জনবলকাঠামো ও এমপিও নীতিমালা-২০২১ এর ২০ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ১৪.০৬.২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় নিম্নেবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের জন্য মাননীয় মন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে:

ক্র: নং	বিবরণ ও পর্যালোচনা
০১.	বিষয়: দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্জিত সনদের গ্রহণযোগ্যতার বিষয়ে সাব কমিটির প্রতিবেদন প্রেরণ। দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈধতা নিয়ে ২০১৬ সালে মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগ রায় প্রদান করেন। উক্ত রায়ের আলোকে দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়ের সনদসমূহ প্রত্যাখান করা কিংবা কোন সময়ের জন্য গ্রহণ করা হবে এবং শান্তা মারিয়াম ইউনিভার্সিটি অব ক্রিয়েটিভ টেকনোলজি, দি ইউনিভার্সিটি অব কুমিল্লা ও Science & Information Technology Foundation (SIT Foundation) এর সনদ প্রত্যাখান/গ্রহণের বিষয়ে সুপারিশ প্রদানের জন্য গত ৩১.০১.২০২৩ তারিখে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (স্কুল ও কলেজ) জনবলকাঠামো ও এমপিও নীতিমালা-২০২১ এর ২০ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী আপিল কমিটি কর্তৃক ০৪ (চার) সদস্য বিশিষ্ট একটি সাব কমিটি গঠন করা হয়। দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়ের সনদসমূহ গ্রহণ/প্রত্যাখান এবং শান্তা মারিয়াম ইউনিভার্সিটি অব ক্রিয়েটিভ টেকনোলজি, দি ইউনিভার্সিটি অব কুমিল্লা ও Science & Information Technology Foundation (SIT Foundation) এর সনদ প্রত্যাখান/গ্রহণের বিষয়ে গত ৩১.০১.২০২৩ তারিখে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (স্কুল ও কলেজ) জনবলকাঠামো ও এমপিও নীতিমালা-২০২১ এর ২০ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী নিম্নোক্ত একটি সাব কমিটি গঠন করা হয় :

জনাব সোনা মনি চাকমা, যুগ্মসচিব (বেসরকারি মাধ্যমিক), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, ঢাকা।	আহবায়ক
জনাব মো: কামরুল হাসান , (উপসচিব) কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, ঢাকা।	সদস্য
জনাব মো: এনামুল হক হাওলাদার, উপপরিচালক (কলেজ), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।	সদস্য
জনাব ড. মো: ফরহাদ হোসেন, উপসচিব (বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, ঢাকা।	সদস্য সচিব

মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের আদেশ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মতামতের ভিত্তিতে মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের আদেশ জারির পর দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রীট পিটিশনের রায় প্রচারিত হওয়ার পূর্বে অর্জিত সনদসমূহের গ্রহণযোগ্যতার বিষয়সহ অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের বিষয়ে গত ১৮.০৪.২০২৩ তারিখে আলোচনা করে সাব কমিটি কর্তৃক সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নরূপ সুপারিশ করা হয় :

(ক) দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়ের সনদপত্রসমূহ সঠিকতা যাচাইয়ের জন্য ২০০৬ সাল থেকে ১৩.০৪.২০১৬ তারিখে মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের রায় হওয়া পর্যন্ত বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন অনুমোদিত ক্যাম্পাস থেকে যে সকল শিক্ষার্থী ভর্তি করানো হয়েছে, সে সকল শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে শিক্ষাবর্ষ অনুযায়ী তালিকাভুক্ত এবং যাদের অনুকূলে সনদ ইস্যু করা হয়েছে, তাঁদের একাডেমিক শিক্ষা সনদ পাওয়ার ক্ষেত্রে যে সকল কার্যক্রম গ্রহণ করা হয় এ ক্ষেত্রে সব কার্যক্রম সঠিকভাবে হয়েছে কি না, তা যাচাই করে পরবর্তী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যেতে পারে।
(খ) শান্তা মারিয়াম ইউনিভার্সিটি অব ক্রিয়েটিভ টেকনোলজি এর সনদ গ্রহণের বিষয়ে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনে তথ্য চাওয়া যেতে পারে;
(গ) দি ইউনিভার্সিটি অব কুমিল্লা এর অনুমোদন বাতিল হওয়ায় এ বিশ্ববিদ্যালয়ে সনদ গ্রহণযোগ্য নয় ; এবং
(ঘ) Science & Information Technology Foundation (SIT Foundation) এর সনদ গ্রহণের বিষয়ে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনে তথ্য চাওয়া যেতে পারে।

সুপারিশ: সাব কমিটি বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের একজন সদস্য কো-অপট করে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহপূর্বক পুনরায় প্রতিবেদন দাখিল করবেন মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

০২.	বিষয়: সহকারী শিক্ষক (ভৌত বিজ্ঞান) জনাব প্রদীপ কুমার আচার্য এর এমপিওভুক্তির বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান প্রসঙ্গে। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের বক্তব্য: ময়মনসিংহ জেলার সদর উপজেলাধীন পাটগুদাম উচ্চ বিদ্যালয়ে জনাব প্রদীপ কুমার আচার্য বিধি মোতাবেক নিয়োগ প্রাপ্ত হয়ে ২৯.০৬.২০০৩ তারিখে সহকারী শিক্ষক (ভৌত বিজ্ঞান) পদে যোগদান করেন। বিদ্যালয়টিতে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা কর্তৃক ১৫.০৯.২০০৯ তারিখে বিজ্ঞান শাখা, ব্যবসায় শিক্ষা শাখা, কম্পিউটার ও হিন্দু ধর্মীয় শিক্ষা শাখা খোলার অনুমতি প্রদান করে। বিদ্যালয়টি ২০১৯-২০২০ অর্থ বৎসরে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক এমপিওভুক্তির আদেশ প্রাপ্ত হয়। জনাব প্রদীপ কুমার আচার্য্য এমপিওভুক্তির জন্য অনলাইনে আবেদন করেন। ময়মনসিংহ অঞ্চলের উপপরিচালক মহোদয় বিদ্যালয়ে একজন সহকারী শিক্ষক (জীববিজ্ঞান) হিসেবে এমপিওভুক্ত রয়েছে। তাই উক্ত শিক্ষক কে এমপিওভুক্তির সুযোগ নেই মর্মে এমপিওভুক্তির আবেদনটি Reject করেন। এরপর প্রস্তাবিত শিক্ষক এমপিওভুক্তির জন্য মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরে আবেদন করেন। এমপিওভুক্তির বিষয়ে পরবর্তী করণীয় নির্ধারণে এমপিও প্রদান সম্পর্কিত সভায় উপস্থাপন করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত: উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানের আবেদনের ক্ষেত্রে সারাদেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যে সকল সহকারী শিক্ষক (বাংলা, ইংরেজি, সামাজিক বিজ্ঞান, বিজ্ঞান, ব্যবসায় শিক্ষা এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি) প্রতিষ্ঠানের পাঠদান/স্বীকৃতি/বিষয় অনুমোদনের পূর্বে নিয়োগ পেয়েছেন তাদের এমপিওভুক্তির বিষয়ে নির্দেশনা চেয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় বরাবর পত্র প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এমপিও প্রদান সম্পর্কিত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যেহেতু প্রস্তাবিত শিক্ষক বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান শাখা খোলার অনুমতি প্রাপ্তির পূর্বে নিয়োগ পেয়েছেন প্রস্তাবিত শিক্ষক কে এমপিওভুক্ত করা যাবে কিনা সে বিষয়ে সদয় নির্দেশনা চেয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। **সুপারিশ: ময়মনসিংহ জেলার সদর উপজেলাধীন পাটগুদাম উচ্চ বিদ্যালয়ের জনাব প্রদীপ কুমার আচার্য, সহকারী শিক্ষক (ভৌত বিজ্ঞান) পদে নিয়োগের সময় বিজ্ঞান শাখা খোলার অনুমোদন না থাকায় তাকে এমপিওভুক্তির সুযোগ নেই মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।**
০৩.	বিষয়: গাজীপুর জেলার কাপাসিয়া উপজেলার সিংহশ্রী ইউনিয়ন উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক (কম্পিউটার) জনাব রহিমা খানম-এর স্থগিত বেতন ভাতাদি (STOP PAYMENT) প্রত্যাহার সংক্রান্ত। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের বক্তব্য: গাজীপুর জেলার কাপাসিয়া উপজেলার সিংহশ্রী ইউনিয়ন উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক (কম্পিউটার) জনাব রহিমা খানম এর স্থগিত বেতন ভাতাদি (STOP PAYMENT) প্রত্যাহারের বিষয়টি নিষ্পত্তির জন্য ১৯/০৫/২০২২ তারিখের এমপিও প্রদান সংক্রান্ত কমিটির সভায় উপস্থাপন করা হয়। কমিটির সুপারিশ: গাজীপুর জেলার কাপাসিয়া উপজেলার সিংহশ্রী ইউনিয়ন উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক (কম্পিউটার) জনাব রহিমা খানম-এর স্থগিত বেতন ভাতাদি (STOP PAYMENT) চালুকরণের আবেদনের বিষয় পরিচালক, ঢাকা অঞ্চল, ঢাকা তার এমপিও সংক্রান্ত তথ্য যাচাই ও কম্পিউটার বিষয়ে পাঠদানের অনুমতি পত্রের টেম্পারিং এর সাথে যুক্ত ব্যক্তিদের চিহ্নিত করে প্রতিবেদন দাখিল করবেন এবং প্রতিবেদন প্রাপ্তি সাপেক্ষে পরবর্তী সভায় উপস্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উক্ত পত্রের প্রেক্ষিতে পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা, ঢাকা অঞ্চল, ঢাকা প্রতিবেদন দাখিল করেন। প্রতিবেদনকারী কর্মকর্তার মন্তব্য: মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা কর্তৃক বিষয় অনুমোদনের পূর্বে নিয়োগ প্রক্রিয়ার বিধি সম্মত সকল ধাপ অনুসরণ পূর্বক সহকারী শিক্ষক (কম্পিউটার) পদে জনাব রহিমা খানমকে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে এবং ০৪/০৪/২০১৪ খ্রি. তিনি উক্ত পদে যোগদান করে তদন্তকাল পর্যন্ত কর্মরত আছেন। তিনি জুলাই, ২০১৫ মাসে এমপিওভুক্ত হয়েছেন এবং জালিয়াতির মাধ্যমে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা কর্তৃক ইস্যুকৃত কম্পিউটার বিষয় খোলার অনুমোদন সংক্রান্ত পত্রটির তারিখ: ২৩/১২/২০১৪ পরিবর্তে টেম্পারিং করে ১৩/০৬/২০০৪ খ্রি. করায় মে, ২০০৬ খ্রি. থেকে তার (রহিমা) এমপিও (STOP PAYMENT) করা হয়েছে এবং তদন্তকাল পর্যন্ত তা বহাল রয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-৩৭.০০.০০০০.০৭৪.০০২.০০১.২০১৪ (খন্ড-১).৭১১, তারিখ: ৩১/১২/২০১৭ দ্বারা শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক ১৩/১১/২০১১ জারীকৃত স্মারক নং-শিম/শা:১৩/এমপিও-১২/২০০৯ (অংশ)৩৯৬ প্রজ্ঞাপন এরপরে বিধি মোতাবেক নিয়োগপ্রাপ্ত এমপিওবিহীন কর্মরত তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, বিজ্ঞান এবং অতিরিক্ত শ্রেণি শাখা ও বিষয়/বিভাগের শিক্ষকদের এমপিওভূক্তির সুযোগ দেওয়া হয়েছে। জনাব রহিমা খানম, সহকারী শিক্ষক (কম্পিউটার) জুলাই, ২০১৫ মাসে এমপিওভুক্ত না হলে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক ৩১/১২/২০১৭ খ্রি. জারিকৃত প্রজ্ঞাপন অনুসারে এমপিওভুক্ত হওয়ার সুযোগ ছিলো। বর্ণিত বিষয়ে সিদ্ধান্তের জন্য ১৬/১১/২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (স্কুল ও কলেজ) শিক্ষক-কর্মচারীদের এমপিওভুক্তি অনুমোদনের নিমিত্তে গঠিত কমিটির সভায় উপস্থাপন করা হয়। কমিটির সুপারিশ: গাজীপুর জেলার কাপাসিয়া উপজেলার সিংহশ্রী ইউনিয়ন উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক (কম্পিউটার) জনাব রহিমা বেগম-এর স্থগিতকৃত (Stop Payment) এমপিও চালুকরণের বিষয়ে যেহেতু জনাব রহিমা খানম বেনিফিসিয়ারি, সঙ্গত কারনে তাঁকে উক্ত অভিযোগ থেকে একেবারে দায়মুক্তি দেয়া যায় না। তাই বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (স্কুল ও কলেজ) জনবলকাঠামো ও এমপিও নীতিমালা-২০২১ এর ১৮(৩) ধারা মোতাবেক বকেয়া না দেওয়ার শর্তে তাঁর

	স্থগিতকৃত (Stop Payment) এমপিও চালুকরার বিষয়ে সভায় সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। গাজীপুর জেলার কাপাসিয়া উপজেলার সিংহশ্রী ইউনিয়ন উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক (কম্পিউটার) জনাব রহিমা বেগম-এর স্থগিতকৃত বেতন ভাতা (Stop Payment) বকেয়া না দেয়ার শর্তে চালুকরনের লক্ষ্যে সদয় সিদ্ধান্তের জন্য এ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। **সুপারিশ: গাজীপুর জেলার কাপাসিয়া উপজেলার সিংহশ্রী ইউনিয়ন উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক (কম্পিউটার) জনাব রহিমা খানম-এর স্থগিত বেতন ভাতাদি (Stop Payment) প্রত্যাহারের বিষয়ে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর বিস্তারিত উল্লেখপূর্বক প্রয়োজনীয় কাগজপত্র প্রেরণ করবেন মর্মে সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।**
০৪.	বিষয়: চাঁদপুর জেলার মতলব উপজেলাধীন কালীপুর উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ এর অধ্যক্ষ জনাব মোঃ এনামুল হক মিয়াজী (মুলপদ: প্রধান শিক্ষক) এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ। চাঁদপুর জেলার মতলব উপজেলাধীন কালীপুর উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ এর অধ্যক্ষ জনাব মোঃ এনামুল হক মিয়াজী (মুলপদ: প্রধান শিক্ষক) এর বিরুদ্ধে প্রধান শিক্ষক পদে নিয়োগে অনিয়ম, অর্থ কেলেঙ্কারী ও প্রভাষক জনাব মোঃ দ্বীন ইসলাম তালুকদারকে শারীরিক নির্যাতনসহ বিভিন্ন অভিযোগ মাউশি থেকে তদন্ত করা হয়। তদন্ত কর্মকর্তার মতামত: (১) চাকুরী বিধি বহির্ভুতভাবে প্রধান শিক্ষক (অধ্যক্ষ) জনাব এনামুল হক ইংরেজি বিষয়ের প্রভাষক জনাব দ্বীন ইসলামকে থাপ্পর মেরেছেন বিষয়টি প্রমাণিত; (২) জনাব মোঃ এনামুল হকের কাম্য যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা না থাকা সত্ত্বেও বিধি বহির্ভূতভাবে অত্র প্রতিষ্ঠানের সহকারী প্রধান শিক্ষক ও প্রধান শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন। বিধি বহির্ভূতভাবে নিয়োগের মাধ্যমে প্রাপ্ত সকল আর্থিক সুবিধাদি ফেরতযোগ্য; (৩) যেহেতু জনাব মোঃ এনামুল হকের প্রধান শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ বিধি সম্মত নয়, তাই ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হিসেবে তার নিয়োগ ও দায়িত্ব পালন ও বিধি সম্মত নয়। প্রতিষ্ঠানটিতে অতি দ্রুত একজন অধ্যক্ষ নিয়োগ দেয়া প্রয়োজন; (৪) প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষিকা মাকসুদা বেগমের সাথে অনৈতিক সম্পর্কের বিষয়ে উপজেলা শিক্ষা অফিসার (ভারপ্রাপ্ত) এর ২৬/১১/২০১৬ তারিখের তদন্ত প্রতিবেদনে তাদের মধ্যে সম্পর্কের বিষয়টি উল্লেখ আছে; (৫) নিয়ম বহির্ভূতভাবে গৃহীত অতিরিক্ত রেজি: ফি ফেরতযোগ্য; (৬) শিক্ষকবৃন্দ ও সভাপতির বক্তব্য থেকে প্রতীয়মান হয় যে, প্রতিষ্ঠানটিতে শিক্ষকদের মধ্যে গ্রুপিং বিদ্যমান। তদন্ত কর্মকর্তার মতামতের প্রেক্ষিতে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের মতামত/সুপারিশ প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। বর্ণিত প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ জনাব মো: এনামুল হক মিয়াজি (মূলপদ: প্রধান শিক্ষক) এর বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগের বিষয়ে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক কার্যক্রমের ধারাবাহিক বিবরণ নিম্নরূপ: অভিযোগ: নিয়োগ বিধিসম্মত না হওয়া এবং নিয়ম বহির্ভূতভাবে গৃহীত অতিরিক্ত রেজিস্ট্রেশন ফি বাবদ অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণ সংক্রান্ত। অভিযোগের বিষয়ে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম: (১) উল্লিখিত অভিযোগ বিষয়ে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের স্মারক নং-৭জি/২৯৩(ক-৩)/২০১০/৭৩০৮, তারিখ: ২১.০১.২০২০ মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয় মহোদয় বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়। (২) মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রেরিত ২১.০১.২০২০ তারিখের পত্র অনুযায়ী শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-৩৭.০০.০০০০.০৭৪.০২৭.০১২(কুমিল্লা).২০১৩(অংশ-১).৮৮, তারিখ: ২৮.০২.২০২১ মোতাবেক অধ্যক্ষ জনাব মো: এনামুল হক মিয়াজি (মূলপদ: প্রধান শিক্ষক) এর এমপিও সাময়িকভাবে স্থগিতকরণ, কেন তার এমপিও স্থায়ীভাবে বাতিল করা হবে না সে মর্মে তাকে কারণ দর্শানো এবং অধ্যক্ষ জনাব মো: এনামুল হক মিয়াজি কর্তৃক নিয়ম বহির্ভূতভাবে গৃহীত অতিরিক্ত রেজিস্ট্রেশন ফি বাবদ গৃহীত অর্থ তার নিকট হতে কেন ফেরত নেয়া হবে না সে মর্মে তাকে কারণ দর্শানোর জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়। (৩) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ২৮.০২.২০২১ তারিখের পত্রের নির্দেশনা মোতাবেক মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক বর্ণিত শিক্ষকের এমপিও মে/২০২১ মাসে স্থগিত (Stop Payment) করা হয়। এছাড়া কেন স্থায়ীভাবে এমপিও বাতিল করা হবে না এবং নিয়ম বহির্ভূতভাবে গৃহীত অতিরিক্ত অর্থ তার নিকট হতে কেন ফেরত নেয়া হবে না সে মর্মে তাকে ০৭.০৬.২০২১ তারিখ কারণ দর্শানো পত্র দেয়া হয়। (৪) মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের কারণ দর্শানোর পত্রের প্রেক্ষিতে অধ্যক্ষ জনাব মো: এনামুল হক মিয়াজি (মূলপদ: প্রধান শিক্ষক) কারণ দর্শানোর জবাব এ অধিদপ্তরে দাখিল করলে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত অধ্যক্ষ কর্তৃক প্রেরিত কারণ দর্শানোর জবাব মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের স্মারক নং-৩৭.০২.০০০০.১০৭.৪৩.০১৮.২০.৪০৮, তারিখ: ১৮.০৮.২০২১ মোতাবেক শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (স্কুল ও কলেজ) শিক্ষক-কর্মচারীর বেতন-ভাতার সরকারি অংশ স্থগিত, কর্তন, বাতিল সংক্রান্তে গঠিত পুনর্বিবেচনা কমিটির ৩১.০১.২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় বিষয়টি উপস্থাপন করা হলে নিম্ন বর্ণিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। "চাঁদপুর জেলার মতলব উপজেলাধীন কালীপুর উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ এর অধ্যক্ষ জনাব মোঃ এনামুল হক মিয়াজীর বিষয়ে মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের তদন্ত প্রতিবেদনসহ পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করার জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়"।

	সুপারিশ: চাঁদপুর জেলার মতলব উপজেলাধীন কালীপুর উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ এর অধ্যক্ষ জনাব মোঃ এনামুল হক মিয়াজী (মুলপদ: প্রধান শিক্ষক) এর বিরুদ্ধে নিয়ম বহির্ভূতভাবে রেজিস্ট্রেশন ফি বাবদ গৃহীত অতিরিক্ত টাকার পরিমাণ এবং তা ফেরত প্রদান করা হয়েছে কি না তার তথ্যসহ পরবর্তী সভায় উত্থাপিত হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
০৫.	বিষয়: এনটিআরসিএ তে ত্রুটিপূর্ণ চাহিদা প্রেরণের দায়ে ০৩ (তিন) মাসের বেতন ভাতার কর্তনকৃত সরকারী অংশের অর্থ ফেরত প্রদানে পুন: বিবেচনা প্রসঙ্গে। রংপুর জেলাধীন পীরগঞ্জ উপজেলার ইকলিমপুর আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অত্র বিদ্যালয় ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষক চাহিদা প্রদানের ফলে সুপারিশকৃত শিক্ষকের এমপিওভুক্তিতে জটিলতার কারণে প্রধান শিক্ষকের ০৩ (তিন) মাসের বেতন ভাতার সরকারি অংশ কর্তনের জন্য মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের ২০ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখে নং-৩৭.০০.০০০০.০৭৪.০২৯.০০১.২০১৯(অংশ-১).২৭৮ স্মারকে মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা বরাবর প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষকের ০৩ (তিন) মাসের বেতন ভাতার সরকারি অংশ কর্তন করার জন্য পত্র দেওয়া হয়। সে প্রেক্ষিতে মাউশি কর্তৃক তার ৩ (তিন) মাসের বেতন কর্তৃক করা হয়। কর্তৃনকৃত বেতন ফেরত পাওয়ার জন্য প্রধান শিক্ষক আবেদন করেন। সহকারী শিক্ষকের নিয়োগের জন্য প্রদানকৃত চাহিদার আলোকে এনটিআরসিএ কর্তৃক দ্বিতীয় নিয়োগ চক্রে ইকলিমপুর আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ের চাহিদার প্রেক্ষিতে সুপারিশকৃত শিক্ষক মোঃ নাজিউর রহমান, ব্যাচ নং-১৩, রোল নং-৩১৯০৩৯৩১, অত্র প্রতিষ্ঠানে যোগদানের জন্য নির্ধারিত তারিখের মধ্যে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদি দাখিল করায় তাকে ২৮/০৪/২০১৯ তারিখে নিয়োগ পত্র প্রদান করা হয়। তিনি ৩/০৪/২০১৯ তারিখে যোগদান করেন। উক্ত শিক্ষককে এমপিওভুক্ত না হওয়া পর্যন্ত বেতন ভাতাদি প্রতিষ্ঠান থেকে প্রদানের সিদ্ধান্ত ম্যানেজিং কমিটি কর্তৃক গৃহীত হয়েছিল। পরবর্তীতে শিক্ষক তৃতীয় নিয়োগচক্রে তাহার নিজ উপজেলা পীরগাছা, রংপুর-এ মমিতুন নেছা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক ভৌত বিজ্ঞান পদে এনটিআরসিএ কর্তৃক সুপারিশ প্রাপ্ত হয়ে উক্ত প্রতিষ্ঠানে এমপিওভুক্ত অবস্থায় কর্মরত আছেন মর্মে প্রধান শিক্ষক জানান। এনটিআরসিএ এর ১৮/০৮/২০২০ তারিখের কারণ দর্শানোর পত্র মোতাবেক গত ১১/১০/২০২১ তারিখে এনটিআরসিএ তে জবাব দাখিল করে এবং ০৭/১১/২০২১ তারিখে বেতন ভাতাদির সরকারি অংশ কর্তন না করার জন্য পুনরায় আবেদন করে। আবেদনের প্রেক্ষিতে এনটিআরসিএ ১৭/১১/২০২১ তারিখে তাকে শুনানীতে অংশগ্রহণ করার জন্য পত্র প্রেরণ করে। যাহার স্মারক নং ৩৭.০৫.০০০০.১১.৯৯.০০১.২১.২১, তারিখ: ১১/১১/২০২১। উক্ত ১৭/১১/২০২১ তারিখে এনটিআরসিএ'র শুনানীঅন্তে তদন্ত কর্মকর্তার সুপারিশ: "শূন্য পদের চাহিদা (ই-রিকুইজিশন) প্রেরণকালে নবসৃষ্ট পদের এমপিওভুক্তির বিষয়ে ২০১৮ এর জনবলকাঠামো ও এমপিও নীতিমালায় সুনির্দিষ্টভাবে কোন স্পষ্ট নির্দেশনা না থাকায় উক্ত প্রতিষ্ঠান প্রধান অন্যান্য পদের ন্যায় নবসৃষ্ট পদেও চাহিদা প্রদান করেন। নবসৃষ্ট পদের বিষয়ে এমপিও নীতিমালা ২০১৮ তে সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা না থাকায় নবসৃষ্ট পদ বিষয়ে ভুল চাহিদা প্রদানের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান প্রধানের সংশ্লিষ্টতা ছিল না বলে প্রতীয়মান হয়"। সেই কারণে ভুল চাহিদা প্রেরণের দায়ে তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ হতে অব্যাহতি ও ০৩ (তিন) মাসের বেতন ভাতার সরকারি অংশ কর্তনকৃত অর্থ ফেরত প্রদানের পুন: বিবেচনার জন্য অনুরোধ করেছেন। **সুপারিশ: এনটিআরসিএ-তে ভুল চাহিদা প্রেরণের কারণে রংপুর জেলাধীন পীরগঞ্জ উপজেলার ইকলিমপুর আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, জনাব মো: মমিনুল ইসলাম মন্ডল ০৩ (তিন) মাসের বেতন ভাতাদি'র সরকারি অংশ কর্তনের বিষয়ে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর যে প্রস্তাব প্রেরণ করেছে সে বিষয়ে এনটিআরসিএ এর সুপারিশের আলোকে ০৩ (তিন) মাসের বেতন ফেরৎ প্রদান করা যেতে পারে।**
০৬.	বিষয়: বাগেরহাট জেলার ফকিরহাট উপজেলাধীন কাথলী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এনটিআরসিএ কর্তৃক সুপারিশপ্রাপ্ত জনাব এ্যানি দাস, সহকারী শিক্ষক (তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি) পদে এমপিওভুক্তি সংক্রান্ত। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের বক্তব্য: বাগেরহাট জেলার ফকিরহাট উপজেলাধীন কাথলী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এনটিআরসিএ কর্তৃক সুপারিশপ্রাপ্ত জনাব এ্যানি দাস, সহকারী শিক্ষক (তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি) পদে ১২.০২.২০১৯ তারিখে যোগদান করে কর্মরত আছেন। তাঁর শিক্ষাগত যোগ্যতা: বি,এ অনার্স/মাস্টার্স দর্শন বিষয়ে সেকেন্ড ক্লাস। পরবর্তীতে বাংলাদেশ টেকনিক্যাল শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা এর আওতাভুক্ত মোহাম্মদ আলী কম্পিউটার ইনস্টিটিউট, খুলনা থেকে ০৬ (ছয়) মাসের "কম্পিউটার অফিস এপ্লিকেশন কোর্স" জুলাই/২০১১ তে সম্পন্ন করেন। কারিগরি শিক্ষা বোর্ড অনুমোদিত জাতীয় যুব উন্নয়ন কারিগরী প্রশিক্ষণ একাডেমী থেকে ০৩ বছর মেয়াদী ডিপ্লোমা ইন কম্পিউটার সাইন্স এন্ড প্রোগ্রামিং কোর্স (২০০৮-২০১১) সম্পন্ন করেন। "জনবল কাঠামো ও এমপিও নীতিমালা-২০২১ মোতাবেক সহকারী শিক্ষক (তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি) এর শিক্ষাগত যোগ্যতা- (১) কম্পিউটার বিজ্ঞান/কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং/তথ্য প্রযুক্তি (আই.টি)/তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ে স্নাতক/সমমান

	অথবা বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড হতে ০৩ (তিন) বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা ইন কম্পিউটার সায়েন্স ডিগ্রী অথবা স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে স্নাতক ডিগ্রী/সমমান ও বিএড ডিগ্রীসহ বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান হতে ০১ (এক) বছর মেয়াদি অ্যাডভান্সড সার্টিফিকেট কোর্স ইন কম্পিউটার টেকনোলজি। (২) স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে কম্পিউটর বিজ্ঞান/আইসিটি বিষয়সহ স্নাতক ডিগ্রী/সমমান অথবা স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে স্নাতক ডিগ্রী/সমমানসহ বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান হতে ০১ (এক) বছর মেয়াদি অ্যাডভান্সড সার্টিফিকেট কোর্স ইন কম্পিউটার টেকনোলজি। সমগ্র শিক্ষা জীবনের ০১ (এক) টির বেশি ৩য় বিভাগ/শ্রেণী/সমমান গ্রহণযোগ্য হবে না"। সহকারী শিক্ষক (তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি) পদে জনাব এ্যানি দাস এর এমপিওভুক্তির বিষয়ে নথিটি জানুয়ারি ২০২৩ মাসের এমপিও কমিটির সভায় উপস্থাপন করা হয়। এমপিও কমিটির সুপারিশ: বাগেরহাট জেলার ফকিরহাট উপজেলাধীন কাথলী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এনটিআরসিএ কর্তৃক সুপারিশপ্রাপ্ত জনাব এ্যানি দাস, সহকারী শিক্ষক (তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি) এর এমপিওভুক্তির বিষয়ে বিস্তারিত উল্লেখপূর্বক শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে মতামত চাওয়া হয় এবং একই সাথে এনটিআরসিএ কে অনুলিপি দেওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বাগেরহাট জেলার ফকিরহাট উপজেলাধীন কাথলী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এনটিআরসিএ কর্তৃক সুপারিশপ্রাপ্ত জনাব এ্যানি দাস, সহকারী শিক্ষক (তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি) পদে এমপিওভুক্তির বিষয়ে জনবল কাঠামো অনুসারে পরবর্তী করণীয় নির্ধারণে সদয় সিদ্ধান্তের জন্য মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রেরণ করা হয়েছে। **সুপারিশ: বাগেরহাট জেলার ফকিরহাট উপজেলাধীন কাথলী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এনটিআরসিএ কর্তৃক সুপারিশপ্রাপ্ত জনাব এ্যানি দাস, সহকারী শিক্ষক (তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি) পদে দাখিলকৃত সনদপত্র যাচাই বাছাইয়ান্তে এমপিওভুক্ত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।**
০৭.	বিষয়: দিনাজপুর জেলার নবাবগঞ্জ উপজেলাধীন নবাবগঞ্জ মডেল বহুমুখী পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক (সমাজ বিজ্ঞান) জনাব মো: আব্দুল হালিম (ইনডেক্স নং-১০৫৩৪৭৬) এর (Stop Payment) প্রত্যাহার সংক্রান্ত। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের বক্তব্য: দিনাজপুর জেলার নবাবগঞ্জ উপজেলাধীন নবাবগঞ্জ মডেল বহুমুখী পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক (সমাজ বিজ্ঞান) জনাব মো: আব্দুল হালিম ২০.০৯.২০১০ তারিখে নিয়োগপত্র পেয়ে ২১.০৯.২০১০ তারিখে যোগদান করেন। জানুয়ারি/২০১১ মাসে তার প্রথম এমপিওভুক্ত হয়। যার ইনডেক্স নং-১০৫৩৪৭৯। চাকুরীতে কর্মরত থাকা অবস্থায় তার বিরুদ্ধে কে বা কারা প্রতিহিংসার বশবর্তী হয়ে এবং ষড়যন্ত্রমূলকভাবে তার নিয়োগ সংক্রান্ত বিভিন্ন সনদপত্রের বিষয়ে মাউশি বরাবর অভিযোগ দায়ের করে। পরবর্তীতে উক্ত অভিযোগের প্রেক্ষিতে তার এমপিও সিটে সরকারি অংশের বেতন ভাতা স্থগিত করা হয়। স্থগিতাদেশ প্রত্যাহারের বিষয়ে তিনি মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে ৭৪৫৮/২০১৮ রীট মামলা দায়ের করেন। মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের রীট পিটিশন ৭৪৫৮/২০১৮ এর আদেশ নিম্নরূপ : Direct the Secretary, Ministry of Education to dispose of the application dated 22.05.2018 (Annexures "E" to the Writ Petition) filed by the applicant within 1 (one) month on receipt of this order in accordance with law. However, let us make it clear that the respondent No.1 will be at liberty to take decision on the said application in any manner in accordance with law. The application is thus disposed of with the direction as made above. মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের রীট পিটিশন ৫৪০৪/২০১৯ ও ৭৪৫৮/২০১৮ এর নির্দেশনা মোতাবেক স্ব পদে পূর্ণবহাল পূর্বক বকেয়া বেতন ভাতাদি ও যোগদান পরবর্তী মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর আইন শাখায় মতামতের সারাংশে উল্লেখ করেন "নবাবগঞ্জ মডেল বহুমুখী পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়, নবাবগঞ্জ দিনাজপুর এর সহকারী শিক্ষক (সমাজ বিজ্ঞান) জনাব মো: আব্দুল হালিম এর (Stop Payment) প্রত্যাহার পূর্বক বেতন ভাতাদি প্রদান করার জন্য আইনগত মতামত প্রদান করেছেন। দিনাজপুর জেলার নবাবগঞ্জ উপজেলাধীন নবাবগঞ্জ মডেল বহুমুখী পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক (সমাজ বিজ্ঞান) জনাব মো: আব্দুল হালিম (ইনডেক্স নং-১০৫৩৪৭৬) এর (Stop Payment) প্রত্যাহারের বিষয়ে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের সুপারিশসহ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। **সুপারিশ: দিনাজপুর জেলার নবাবগঞ্জ উপজেলাধীন নবাবগঞ্জ মডেল বহুমুখী পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক (সমাজ বিজ্ঞান) জনাব মো: আব্দুল হালিম এর (Stop Payment) প্রত্যাহারের বিষয়ে এনটিআরসিএ এর সনদ সঠিক থাকলে তা যাচাই বাছাই সাপেক্ষে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।**
০৮.	বিষয়: ভোলা জেলার বোরহানউদ্দীন উপজেলাধীন রাণীগঞ্জ আদর্শ নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোসাম্মৎ রোকেয়া বেগম এর এমপিওভুক্তি সংক্রান্ত। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের বক্তব্য: ভোলা জেলার বোরহানউদ্দীন উপজেলাধীন রাণীগঞ্জ আদর্শ নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোসাম্মৎ রোকেয়া বেগম এর এমপিওভুক্তির বিষয়টি নিষ্পত্তির জন্য অত্র অধিদপ্তরের এমপিও

	কমিটির সভায় উপস্থাপনের জন্য জেলা শিক্ষা অফিসার, ভোলার অগ্রায়নসহ আবেদন প্রেরণ করেছেন। বর্ণিত বিদ্যালয়টি ২০১৯ সালে এমপিওভুক্তির আদেশ হয়। প্রধান শিক্ষক ২০০৪ সালে বর্ণিত প্রতিষ্ঠানে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়ে ২০০৭ সালে দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়ে থেকে বিএড সনদ অর্জন করেন। বর্ণিত প্রতিষ্ঠানটি ৩০.০৪.২০২০ তারিখের স্মারক নং-৩৭.০২.০০০০.১০২.৯৯.০০১.২০.১৪ নং আদেশ অনুযায়ী এমপিওভুক্ত হলে প্রধান শিক্ষক পদে এমপিওভুক্তির জন্য অনলাইনে আবেদন করলে উপপরিচালক বরিশাল অঞ্চল দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয় হতে ২০০৭ সালে বিএড করায় আবেদনটি রিজেক্ট করেন। প্রতিষ্ঠাকালীন প্রধান শিক্ষক হওয়ায় তিনি নিম্ন স্কেলে এমপিও ভুক্তির জন্য আবেদন করেন। সূত্রোক্ত স্মারকে নভেম্বর/২০২২ মাসের এমপিও কমিটি'র বিশেষ সভার বেসরকারি মাধ্যমিক স্কুল শাখায় কার্যবিবরণীর ১৯ নং আলোচ্য সূচীতে কমিটির সুপারিশ: ভোলা জেলার বোরহানউদ্দিন উপজেলাধনি রানীগঞ্জ আদর্শ নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জনাব মোসাম্মৎ রোকেয়া বেগম এর এমপিওভুক্তির বিষয়টি পরবর্তী নির্দেশনার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের ২৩.০৩.২০২৩ তারিখে তাহাকে কারন দর্শানো হয়। পরবর্তীতে মন্ত্রণালয়ে চিঠি প্রেরণ করলে মন্ত্রণালয় তার এমপিও বাতিলসহ বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ প্রদান করে। ভোলা জেলার বোরহানউদ্দীন উপজেলাধীন রাণীগঞ্জ আদর্শ নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোসাম্মৎ রোকেয়া বেগম এর এমপিওভুক্তির বিষয়টি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে পরবর্তী সদয় নির্দেশনার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। **সুপারিশ: ভোলা জেলার বোরহানউদ্দীন উপজেলাধীন রাণীগঞ্জ আদর্শ নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোসাম্মৎ রোকেয়া বেগম জনবলকাঠামো এমপিও নীতিমালা-১৯৯৫ অনুযায়ী নিম্ন মাধ্যমিক পর্যায়ে ২০০৪ সালে প্রধান শিক্ষক পদে নিয়োগ হওয়ায় জনবলকাঠামো এমপিও নীতিমালা-২০১০ এর ১১.২ ধারা অনুযায়ী কাম্য অভিজ্ঞতা না থাকায় বর্ণিত স্কেলের এক ধাপ নিচের স্কেলে বেতন ভাতাদি পাবেন মর্মে সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।**
০৯.	বিষয়: কুষ্টিয়া ইসলামিয়া কলেজ, সদর, কুষ্টিয়ায় কর্মরত অনার্স পর্যায়ের প্রভাষক (ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি) জনাব কবিতা সুলতানা'র কর্তনকৃত নাম পুনরায় চালুকরণ সংক্রান্ত। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের বক্তব্য: জনাব মোছা: কবিতা সুলতানা, কুষ্টিয়া ইসলামিয়া কলেজের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ে ২০.০৫.২০১০ তারিখে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়ে ২২.০৫.২০১০ তারিখে যোগদান করে অদ্যাবদি কর্মরত আছেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে এমপিও নীতিমালা ২০১০ (মার্চ ২০১৩ পর্যন্ত সংশোধিত) এর ০৯ (২) অনুচ্ছেদের আলোকে ০১.০৭.২০১৫ তারিখে মাউশি হতে এমপিওভুক্ত হয়ে ৩০.০৬.২০২২ তারিখ পর্যন্ত ০৭ (সাত) বছর বেতন ভাতাদির সরকারি অংশ নিয়মিতভাবে উত্তোলন করেন। বিগত ১৭.০২.২০২১ তারিখে সমকাল পত্রিকায় "দু হাতে লুটপাট করে ও বহাল তবিয়তে অধ্যক্ষ" এবং ২৪.০২.২০২১ তারিখে স্থানীয় আন্দোলনের বাজচার পত্রিকায় " অধ্যক্ষ নামের কলঙ্ক একজন নওয়ার আলীর কারণে তিলে তিলে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে শহরের ঐতিহ্যবাহী ইসলামীয়া কলেজ" শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদের ভিত্তিতে বিষয়টি সরেজমিনে তদন্তের নিমিত্ত একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি প্রতিবেদন দাখিল করেন। তদন্ত প্রতিবেদনে জনাব কবিতা সুলতানা অনার্সের নিয়োগ বলে জানা যায়। এ বিষয়ে দুর্নীতি ও অনিয়মে বিভিন্ন অভিযোগের প্রেক্ষিতে অধ্যক্ষ ও সভাপতির নিকট ব্যাখা/মতামত প্রদানের অনুরোধ করা হয়। জনাব মোছা: কবিতা সুলতানা, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ে অনার্সের নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষক হওয়া সত্ত্বেও বিধি বহির্ভূতভাবে এমপিওভুক্ত হওয়ার বিষয়ে ০৩ (তিন) কর্মদিবসের মধ্যে অধ্যক্ষের নিকট ব্যাখা/জবাব চাওয়া হয়। অধ্যক্ষ ও সভাপতি কারণ দর্শানোরার জবাবও মতামত প্রেরণ না করায় বিষয়টি মাউশি অধিদপ্তরের পরবর্তী এমপিও সভায় উপস্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সিদ্ধান্ত মোতাবেক মে/২০২২ মাসের এমপিও কমিটিতে বিষয়টি উপস্থাপিত হয়। কমিটির সুপারিশ: কুষ্টিয়া জেলার ইসলামিয়া কলেজের অধ্যক্ষ জনাব নওয়ার আলী, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ের অনার্সের নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষক জনাব মোছা: কবিতা সুলতানাকে বিধি বহির্ভূতভাবে এমপিওভুক্ত করা এবং সরকারি নির্দেশ প্রতিপালন না করায় অধ্যক্ষের নিয়োগ বাতিল করার জন্য যথাযথ নিয়ম অনুসরণপূর্বক জিবি'র সভাপতি এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়কে পত্র প্রেরণ করা এবং জনাব মোছা: কবিতা সুলতানা, প্রভাষক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি এর এমপিও যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণপূর্বক বাতিল করার জন্য সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এমপিও কমিটির সুপারিশের প্রেক্ষিতে জুলাই ২০২২ মাসের এমপিও সীট থেকে জনাব মোছা: কবিতা সুলতানা, প্রভাষক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি নাম কর্তন করা হলে কলেজ কর্তৃপক্ষ তার এমপিও পুনরায় চালু করার নিমিত্ত আবেদন করলে বিষয়টি জানুয়ারি/২০২৩ মাসের এমপিও সভায় উপস্থাপন করা হয়। জানুয়ারি/২০২৩ মাসের এমপিও কমিটির সুপারিশ: কুষ্টিয়া ইসলামিয়া কলেজ, সদর, কুষ্টিয়ায় কর্মরত অনার্স পর্যায়ের প্রভাষক (ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি) জনাব কবিতা সুলতানা এর এমপিও বাতিলের বিষয়টি বহাল থাকবে এবং এ বিষয়ে একটি বিস্তারিত প্রতিবেদন মতামতসহ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে অবহিত করার জন্য সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। **সুপারিশ: কুষ্টিয়া ইসলামিয়া কলেজ, সদর, কুষ্টিয়ায় কর্মরত অনার্স পর্যায়ের প্রভাষক (ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি) জনাব কবিতা সুলতানা'র নাম এমপিও থেকে কর্তন করার বিষয়ে সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।**

১০. বিষয় : চট্টগ্রাম জেলার ডাবল মুরিং থানাধীন আগ্রাবাদ মহিলা কলেজের প্রভাষক (ইংরেজি) জনাব মাহফুজা বেগম-এর এমপিওভুক্তি প্রসঙ্গে।

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের বক্তব্য: চট্টগ্রাম জেলার ডাবল মুরিং থানাধীন আগ্রাবাদ মহিলা কলেজ, চট্টগ্রাম-এর জনাব মাহফুজা বেগম, প্রভাষক (ইংরেজি)-এর এমপিওভুক্তির জন্য কলেজ অধ্যক্ষ আবেদন করেন। মাউশি অধিদপ্তরের স্মারক নং-১০৫.৩১.১২২.১৮/৪০২৭/৮; তারিখ: ১৯.০৯.২০১৯খ্রি. মোতাবেক পত্রে তার এমপিওভুক্তির বিষয়ে বলা হয়, "ইংরেজি বিষয়ে ০৩ জন প্রভাষকের আবেদন প্রেরণ করা হয়েছে। প্রাপ্যতা আছে ০২ জন। ০৮/০২/২০১০ খ্রি. এর পরে নিয়োগ, প্রাপ্যতার অতিরিক্ত আবেদন প্রেরণ এবং কলেজ অর্থায়নে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের অতিরিক্ত প্রেণি শাখায় নিয়োগকৃত আবেদন প্রেরণ করায় এমপিওভুক্তির সুযোগ নেই।"

বর্ণিত একই বিষয়ে মাউশি অধিদপ্তর হতে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হলে তদন্ত কর্মকর্তা সূত্রোস্থ প্রতিবেদন দাখিল করেন। তদন্ত কর্মকর্তার মতামত: "আগ্রাবাদ মহিলা ডিগ্রি কলেজ, চট্টগ্রাম এ ইংরেজি বিষয়ের শিক্ষক মোছা: মাহফুজা বেগম এর নিয়োগ প্রক্রিয়া বিধি মোতাবেক সম্পন্ন হয়েছে, তার একাডেমিক সনদ সঠিক পাওয়া যায়, নিয়োগের প্রমাণক সঠিক পাওয়া যায় এবং তিনি ০৪/০২/২০১০ তারিখের পূর্বে প্রচলিত বিধি মোতাবেক নিয়োগপ্রাপ্ত ও কলেজটি ডিগ্রি স্তরের এমপিওভুক্ত হওয়ায় ৩য় শিক্ষক হিসেবে তার এমপিওভুক্তির প্রাপ্যতা রয়েছে। "
তদন্ত কর্মকর্তা কর্তৃক তারিখে দাখিলকৃত প্রতিবেদনের পর্যালোচনার তথ্য মোতাবেক জনাব মাহফুজা বেগম, প্রভাষক (ইংরেজি)-এর নিয়োগের তারিখ: ২০.০৭.২০০৮ খ্রি. এবং কলেজে প্রভাষক হিসেবে যোগদানের তারিখ ২১.০৭.২০০৮ খ্রি.। ঐ তারিখ কলেজে ইংরেজি বিষয়ে ০৩ জন প্রভাষক এমপিওভুক্ত ছিলেন। তাদের তথ্য নিম্নরূপঃ

ক্র: নং	শিক্ষকের নাম ও পদবী	যোগদানের তারিখ	এমপিও ইনডেক্স	পর্যবেক্ষণ
০১.	জনাব রাফিয়া বেগম প্রভাষক (ইংরেজি)	২১.০১.১৯৯১	৪০২০৯০৯	স্নাতক (পাস) স্তরে জনবল কাঠামো ও এমপিও নীতিমালা-১৯৯৫ অনুসারে প্যাটার্নভুক্ত প্রভাষক এর ০২টি পদ রয়েছে। জনাব মাহফুজা বেগমের নিয়োগের সময়ে এ কলেজে ইংরেজি বিষয়ে ০৩ জন প্রভাষক এমপিওভুক্ত ছিলেন।
০২.	জনাব কাশানা আক্তার প্রভাষক (ইংরেজি)	০১.০৯.১৯৯৩	৪০৩৭৮৮	
০৩.	জনাব মিতালী পালিত প্রভাষক (ইংরেজি)	০১.০৯.১৯৯৩	৪০৩৭৮৬	

পরবর্তীতে NTRCA হতে নিয়োগে সুপারিশ প্রাপ্ত হয়ে, প্রভাষক হিসাবে জনাব মুহাম্মদ আসিফ হাসান (ইনডেক্স নম্বর-৩১০০১৮৩) ১৭/০২/২০১৯ তারিখের নিয়োগপত্রের প্রেক্ষিতে ২০/০২/২০১৯ তারিখে যোগদান করে ০১/০৪/২০১৯ তারিখে এমপিও ভুক্ত হয়ে অদ্যাবধি অত্র কলেজে ইংরেজি বিষয়ের প্রভাষক হিসাবে কর্মরত আছেন।

NTRCA হতে নিয়োগের সুপারিশ প্রাপ্ত হয়ে প্রভাষক হিসাবে জনাব রুপ্তা বড়ুয়া (ইনডেক্স নম্বর-৩০৯৩৯০৩) ০৪/১২/২০১৯ তারিখের নিয়োগপত্রের প্রেক্ষিতে ০১/০১/২০২০ তারিখে যোগদান করে ০১/০৯/২০২০ তারিখে (০১/০১/২০২০ তারিখে কার্যকর) এমপিও ট্রান্সফার হয়ে অত্র কলেজে ইংরেজি বিষয়ের প্রভাষক হিসাবে অদ্যাবধি কর্মরত আছেন।

জনাব মাহফুজা বেগম-এর এমপিওভুক্তির বিষয়টি তদন্ত প্রতিবেদনের আলোকে মাউশি অধিদপ্তরের মার্চ/২০২৩ মাসের এমপিও সভায় সিদ্ধান্তের জন্য উপস্থাপন করা হয়।

এমপিও সভার সিদ্ধান্তঃ "চট্টগ্রাম জেলার ডাবল মুরিং থানাধীন আগ্রাবাদ মহিলা কলেজের ইংরেজি বিষয়ের প্রভাষক জনাব মাহফুজা বেগম স্নাতক (পাস) পর্যায়ের ৩য় শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ প্রাপ্ত না হওয়ায় তার এমপিওভুক্তির সুযোগ নাই মর্মে সভা সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।"

উক্ত সুপারিশ মোতাবেক মাউশি অধিদপ্তরের সূত্রোস্থ ৩ নং স্মারক মোতাবেক পত্রে জনাব মাহফুজা বেগম, প্রভাষক (ইংরেজি)- এর এমপিওভুক্তির সুযোগ নেই মর্মে সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করা হয়।

চট্টগ্রাম জেলার ডাবল মুরিং থানাধীন আগ্রাবাদ মহিলা কলেজের ইংরেজি বিষয়ের প্রভাষক জনাব মাহফুজা বেগম-এর বিষয়ে মাউশি অধিদপ্তরের ২০/০৩/২০২৩ তারিখের এমপিও কমিটির সুপারিশ এবং তদন্ত কর্মকর্তার প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়েছে।

সুপারিশ: চট্টগ্রাম জেলার ডাবল মুরিং থানাধীন আগ্রাবাদ মহিলা কলেজের ইংরেজি বিষয়ের প্রভাষক জনাব মাহফুজা বেগম প্যাটার্ন বহির্ভূতভাবে নিয়োগ হওয়ায় তার আবেদন না মঞ্জুর করা যেতে পারে মর্মে সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।